তারুণ্য বার্তা

ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার বাংলাদেশ-এর একটি অনলাইন বার্তাপত্র

বর্ষ ১, সংখ্যা ১৮ ▌ ২৭ এপ্রিল ২০২০

করোনা সংকটে নূরুজ্জামানের উদ্যোগ

ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার নীলফামারী জেলার কোঅর্ডিনেটর নুরজ্জমান সরকার তার নিজ এলাকা ডিমলা উপজেলার খালিশাচাপানী ইউনিয়নের ডালিয়া, বাইশপুকুর এবং ছোটখাতা গ্রামে করোনা সংকট মোকাবেলায় ধারাবাহিক কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। এই কার্যক্রমে তিনি স্থানীয় ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গারের সদস্য জাহাঙ্গীর আলম, আবেদুর রহমান, রিপন ইসলাম, আল্পনা আক্তার, শান্ত রায়, সাফায়েত হোসেনকে যুক্ত করেছেন। ইয়ুথ সদস্যদের নিজেদের দেওয়া ও স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত অর্থ দিয়ে উল্লেখিত গ্রামগুলোতে গত ৬ এপ্রিল এ পর্যন্ত ২০০টি সাবান, ২৫০টি মাস্ক এবং ৬০০টি সচেতনতামূলক প্রচারপত্র বিতরণ করেছেন। তারা তিন শতাধিক মানুষকে সঠিকভাবে হাত ধোয়ার কৌশল শিখিয়েছেন। সর্বমোট ছয় শতাধিক বাড়ী ও পাঁচ কিলোমিটার রাস্তায় জীবাণুনাশক ছিটিয়েছেন ইয়ুথ লিডাররা।

ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার-এর করোনা মোকাবেলা কার্যক্রম সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে খালিশাচাপানী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আতাউর রহমান সরকার বলেন, স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে তরুণদের এই কাজ অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, যা অন্যদের উদ্যোগী হতে অনুপ্রেরণা যোগাবে।

অসহায় গৃহবন্দী মানুষের জন্য খাদ্য সহায়তা

করোনা ভাইরাসের কারণে দেশের মানুষ যখন গৃহবন্দী তখন নিজ গ্রামের নিম্ন আয়ের মানুষের ঘরে ঘরে খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দিচ্ছে ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গারের নেত্রকোণা সদর উপজেলার সিংহের বাংলা ইউনিয়ন ইউনিট। তারা ফরিদপুর গ্রামের অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। ইয়ুথ লিডার সৌরভ, আকরাম, রানা, সোহাগ, সুমাইয়া, শিলা, মামুন ও ওয়াসিমের নেতৃত্বে প্রথমেই কর্মহীন অসহায় ও দরিদ্র পরিবারের একটি তালিকা প্রণয়ন করা হয়। শুরুতেই কমপক্ষে ৫০টি পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দেওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তারা যোগাযোগ করেন বিভিন্ন যায়গায়। তাদেরকে আর্থিক সহযোগিতা করেন আমেরিকা প্রবাসী মোস্তাকিম খান সংগ্রাম। এর সাথে নিজেদের চাঁদা যুক্ত করে তারা গ্রামের ৫০টি পরিবারের মাঝে খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দেন। প্রতিটি পরিবারের জন্য ছিল সাত কেজি চাল, এক কেজি ডাল, দুই লিটার তেল, দুইট সাবান, প্রায় দুই কেটি পেঁয়াজ, এক কেজি রসুন, তিন কেজি আলু, এক কেজি করে চিনি ও লবণ। ইয়ুথ লিডাররা তাদের এই মানবিক উদ্যোগকে চলমান রেখেছেন। তারা তাদের গ্রামকে করোনাভাইরাস এবং অনাহারমুক্ত গ্রাম হিসেবে গড়ে তুলতে চান।

প্রতিবেদক: পিয়াস, ময়মনসিংহ

সাহসী তারুণ্য রুখবে করোনা!

করোনাভাইরাসমুক্ত গ্রাম গড়তে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গারের তরুণ নেতারা। গাংনীর রায়পুর ইউনিয়নের হেমায়েতপুর গ্রামের একদল ইয়ুথ লিডার করোনাভাইরাস থেকে সকলকে সুরক্ষিত রাখতে গত ২২ এপ্রিল দু'টি গ্রামে জীবাণুনাশক ছিটানোর কাজ করেছে। গ্রামের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে প্রতিটি বাড়িতেই জীবাণুনাশক ওষুধ ছিটানো হয়। ইয়ুথ লিডার সাকিবের নেতৃত্বে চার জন ইয়ুথ সদস্য বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন এই কাজে। গ্রামের ধনী ব্যক্তিরাও অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তরুণদের উদ্যোগে।

সাকিব বলেন, 'আমাদের গ্রাম রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদেরকেই নিতে হবে। আমরা মানুষকে সচেতন করার জন্য কাজ করে যাচ্ছি। গ্রামের সকলে এই কাজে আমাদেরকে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন'।

অন্যদিকে সকলের জীবনকে সুরক্ষিত রাখতে গাংনীর বামুন্দী ইউনিয়নের মহব্বতপুর গ্রামেও জীবাণুনাশক ওষুধ ছিটানো হয়েছে। ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গারের স্থানীয় ইউনিটের উদ্যোগে গত ২২ এপ্রিল গ্রামের তিনটি পাড়ায় জীবাণুনাশক ছিটানো হয়।

ইয়ুথ লিডার রাকিবুল ইসলাম রকির নেতৃত্বে এই উদ্যোগে আরও কাজ করছেন তিন জন ইয়ুথ লিডার। মহব্বতপুর গ্রামের সকলে সহযোগিতা করছেন ইয়ুথ লিডারদের এই কাজে।

প্রতিবেদক: রাকিবুল ইসলাম রকি, মেহেরপুর

উপদেষ্টা: ড. বদিউল আলম মজুমদার, নাছিমা আক্তার জলি
সম্পাদক: শশাঙ্ক বরণ রায়, আমজাদ হোসেন রাজিব
প্রকাশনায়: ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার বাংলাদেশ
সহযোগিতায়: দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ

yeh.bd@thp.org
yeh.thpbd.org | thpbd.org
facebook.com/YEHBD
হেরাল্ডিক হাইটস, ২/২, মিরপুর রোড, (লেভেল-৪)
ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা -১২০৭।
ফোন: ৯১৩-০৪৭৯, ৯১২-২০৮৬